RMMRU

পলিসি ব্রিফ ৩১

Bangladesh Civil Society for Migrants

বিশ্বায়নের অন্যরূপ

কোভিড-১৯, আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবার

মূল সুপারিশমালা

- সংকটকালীন অথবা স্বাভাবিক সময়ে ফিরে আসা অভিবাসীদের পূণর্বাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক একত্রিকরণের জন্য তাদের তথ্য নিবন্ধনকরণ।
- জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের মজুরি এবং অন্যান্য পাওনা আদায়ের জন্য তথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- দেশে থাকা পরিবারগুলোর সংকটকালে সাময়িক ভরণপোষণের জন্য এককালীন সহযোগিতা প্রদান এবং তাঁদের সামাজিক প্রতিরক্ষা বেষ্টনির আওতায় আনয়ন।
- জাতীয় রেমিটেন্স প্রবাহের সাথে অভিবাসী পরিবারদের প্রাপ্তির মধ্যকার তফাৎ বুঝবার জন্য গবেষণা করা।
- যে কোন সংকটে অভিবাসীদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিতকরণ হতে বিরত থাকা।
- প্রত্যাবর্তিতদের অর্থনৈতিক পূণঃএকত্রিকরণের জন্য ২০১৬ এর অভিবাসন নীতির অধীনে সাব-পলিসি তৈরিকরণ।
- আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশ্বায়নকে শ্রমিক বান্ধব করার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা।

বিশ্বায়ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বায়নই আবার আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসীদের চরম সংকটের মূহুর্তগুলোতে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। একথাও সত্যি যে অভিবাসনের দেশে অর্থনৈতিক মুক্তির সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসী বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনির সুবিধা হতে বঞ্চিত। যে কোন সংকট মূহুর্তে এই অধিকারহীনতা আরও বহুগুন বেড়ে যায়। এই সত্য স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৩০ সালের বিশ্বমন্দা, ১৯৭৩ সালের তেল সংকট, ৯৭ ও ৯৯ সালের এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট, ২০০৯-২০১০ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়। প্রতিটি সংকটকালে অভিবাসী কর্মীরাই প্রথমে চাকুরিচ্যুত হয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন এবং সর্বোপরি জোরপূর্বক দেশে প্রত্যাবর্তনের শিকার হয়েছেন। কোভিড-১৯ আবারও এই সত্যই প্রমাণ করল।

অভিবাসীদের নিয়ে কর্মরত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মোর্চা বিসিএসএম এবং রামরু কোভিড-১৯ এ বিদেশে অবস্থানরত, প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারগুলো কিভাবে এই সংকট মোকাবেলা করছেন তা জানার জন্য ১০০ জন বিদেশে থাকা অভিবাসী এবং ১০০টি অভিবাসী পরিবারের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে। অভিবাসনের অন্যরূপ বইটি এর ফলাফলকেই তুলে ধরেছে।

মূল ফলাফলসমূহ

২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩৩০ জন বাংলাদেশী অভিবাসী কোভিড-১৯ এ প্রাণ হারিয়েছেন। দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন চার লক্ষাধিক কর্মী। দেশে বেড়াতে এসে আটকে পড়েছিলেন প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজার কর্মী। টাকা দিয়ে বিদেশে যেতে পারেননি প্রায় দেড় লক্ষ অভিবাসী। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল এ বছরে প্রায় ২১ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স বাংলাদেশে এসেছে। ২০১৯ সালে যা ছিল ১৮ বিলিয়ন।

বিসিএসএম এবং রামরুর গবেষণাটি তুলে ধরে যে, কোভিড-১৯ চলাকালীন বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসীদের ৪৭ ভাগ তাদের চাকুরি বজায় রাখতে পেরেছেন। ২৬ ভাগ কর্মচ্যুত হয়েছেন এবং ২৭ ভাগ যারা স্ব-উদ্যোগে কাজ করতেন, কোভিড সময়ে তাদের কোন কাজের সুযোগ ছিল না। যে কোন সংকট মূহুর্তে নারীরা বিপদে পড়েন বেশি। তবে এবারের সংকটে গৃহের অভ্যন্তরে কাজ করেন বলে তারা চাকুরি হারিয়েছেন পুরুষের তুলনায় কম। পুরুষ যেখানে কাজ হারাচ্ছিলেন সেখানে নারীদের উপরে কাজের চাপ ছিল প্রকট। নারী এবং পুরুষ উভয়ই তীব্র মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে গেছেন। তবে পুরুষের তুলনায় নারীরা মানসিক চাপ ভোগ করেছেন বেশি কারণ ঘরের বাইরে যেতে না পারা এবং হাতে টাকা না থাকার কারণে মোবাইল রিচার্জ করতে পারতেন না। পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। গৃহের বাইরে হোস্টেলে থাকা নারী কর্মীরা চাকুরি হারিয়েছেন ব্যাপক হারে।

অভিবাসন সম্পূর্ণ না করে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে যারা বাধ্য হয়েছেন তাদের অনেকে বিদেশে অর্থ এবং সম্পদ ফেলে এসেছেন। ৬৭ ভাগ কর্মী তাদের পুরো বেতন এবং অন্যান্য পাওনা তুলে আনতে পারেননি, ৬২ ভাগ কোন না কোন সম্পদ ফেলে এসেছেন। ৭ ভাগ কর্মী ভিসা নবায়নের জন্য টাকা দিয়েছিলেন ভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীদের। সে টাকা জলে গেছে। বন্ধুদের ধার দিয়েছিলেন ৫ ভাগ অভিবাসী এবং ১৯ ভাগ অভিবাসী সাথে থাকা টাকা মোবাইল ফোন, স্বর্ণের চেইন ইত্যাদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করার সময় আত্মসাৎ করে।

দুঃখের বিষয় হল বিদেশে এমনকি বাংলাদেশেও অভিবাসীদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কুয়েতের এক নায়িকাকে টিভিতে বলতে শোনা গেছে ‘অভিবাসীরাই আমাদের নিরাপত্তাহীনতার কারণ। তাঁদের মরুভূমিতে ছেড়ে আসা হোক’। একইভাবে দেশের ভিতরে বিভিন্ন সরকারি ঘোষণাও ফিরে আসা অভিবাসীদের প্রতি বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করেছে। যেমন ‘আপনার এলাকায় কোন অভিবাসী ফেরত এসে থাকলে এখনই কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন’।

কোভিড ১৯ এর মুখে অভিবাসনের দেশে চাকুরির অবস্থা

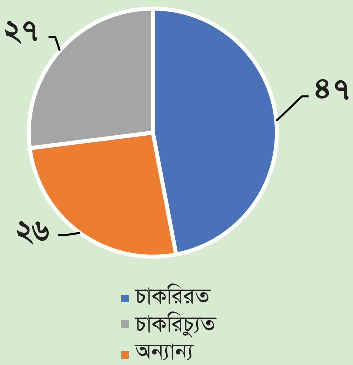

জোরপুর্বক প্রত্যাগত অভিবাসীদের ফেলে আসা মজুরি এবং অন্যান্য পাওনা (প্রতিটি কলামে রয়েছে ১০০% উত্তরদাতার জবাব)

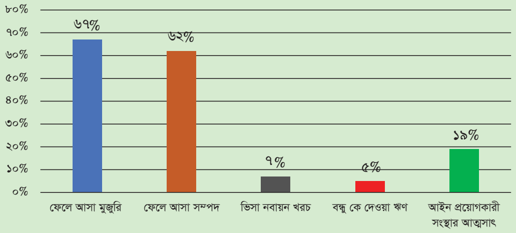

দেশে থাকা পরিবারের রেমিটেন্স নির্ভরশীলতা

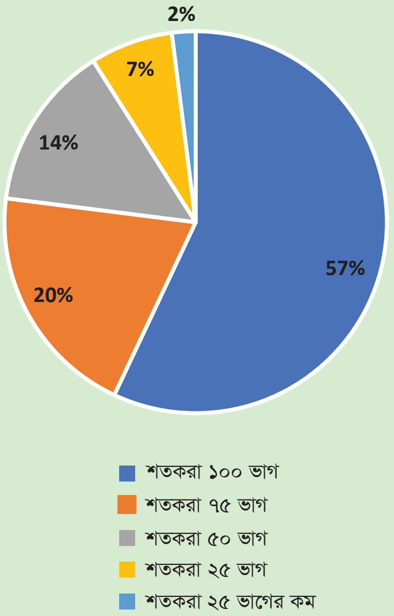

অভিবাসীদের দেশে থাকা ৫৭ ভাগ পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস রেমিটেন্স। ২০ ভাগ পরিবারের তিনচর্তুথাংশ আয়ের উৎস রেমিটেন্স। ১৪ ভাগ পরিবারের ৫০ ভাগ আয় এসে থাকে রেমিটেন্স থেকে। অর্থাৎ এই পরিবারগুলো তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির জন্য রেমিটেন্সের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

২০২০ সালের এপ্রিল, মে এবং জুন মাসগুলোতে ৬১ ভাগ পরিবার কোন রেমিটেন্স পায়নি। একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল যে, এই সময় পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি নারী শ্রমিক রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পেরেছেন। ৬৯ ভাগ নারী শ্রমিক পরিবার রেমিটেন্স পেয়েছে। সেখানে মাত্র ৩০ ভাগ পুরুষ শ্রমিকের পরিবার রেমিটেন্স পেয়েছে।

সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে অভিবাসীদের পরিবারগুলোর সাময়িক ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে এককালীন সহযোগিতা দাবী উঠলেও তাঁদেরকে কোন নিরাপত্তা বেষ্টনির ভেতরে আনা যায়নি। এই পরিবারগুলোর ৭ বছরের নিচের ৭২ ভাগ শিশুদের খাদ্য তালিকা হতে দুধ কমিয়ে ফেলা হয়। ৪৩ ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে ডিম পরিহার করা হয়। ৭৪ ভাগ মাংস আহার ত্যাগ করে।

স্বাভাবিক সময়ে এইসব পরিবারগুলোর মাসিক খরচ ছিল ১৭০০০ টাকা। করোনাকালীন সময়ে এই খরচ তারা ৭৩০০ টাকায় নামিয়ে আনে। অর্থাৎ ৫৭ ভাগ খরচ কমিয়ে ফেলে।

পুরুষ পরিবারগুলো ৬০ ভাগ বিভিন্ন ধরনের ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে। নারী অভিবাসী পরিবার ঋণ গ্রহণ করে কম (৩৮ ভাগ পরিবার)। ৩৮ ভাগ নারী অভিবাসী পরিবারের ক্ষেত্রে সংসার পরিচালনায় অন্য সদস্যর আয়ের উৎস ছিল। মাত্র ২১ ভাগ পুরুষ পরিবারের ক্ষেত্রে অন্য সদস্যর আয় ছিল।

এই বইটিতে উঠে আসে যে, নৈতিক এবং ন্যায়সঙ্গত বিশ্বায়নের মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড এখনো অভিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট অভিবাসীদের দূরবস্থা মোকাবেলায় উৎস দেশগুলো এখনো দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনা চালিয়েছে। বহুপাক্ষিক ফোরাম ব্যবহার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অভিবাসীদের অভিযোগ এবং মজুরি চুরি ডকুমেন্ট করার কোন প্রক্রিয়া এখনো চালু করা যায়নি। জাতীয় পর্যায়ে রেমিটেন্সের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির সাথে অভিবাসী পরিবারগুলো রেমিটেন্স অপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতার সাথে মেলে না। বাংলাদেশে এবং বিদেশে অভিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতার হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করায় তাদের মানব নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

পারিবারিক রেমিটেন্স প্রবাহ

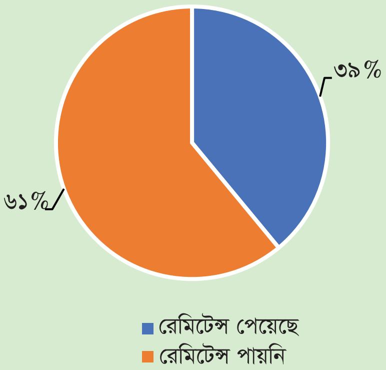

সাত বছরের নিচে বাচ্চাদের খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন

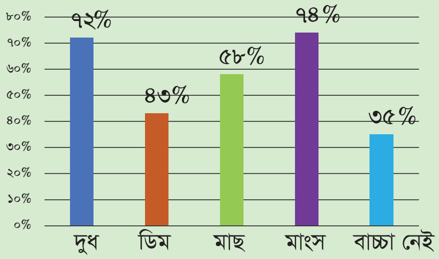

পারিবারিক খরচ কিভাবে মিটছে

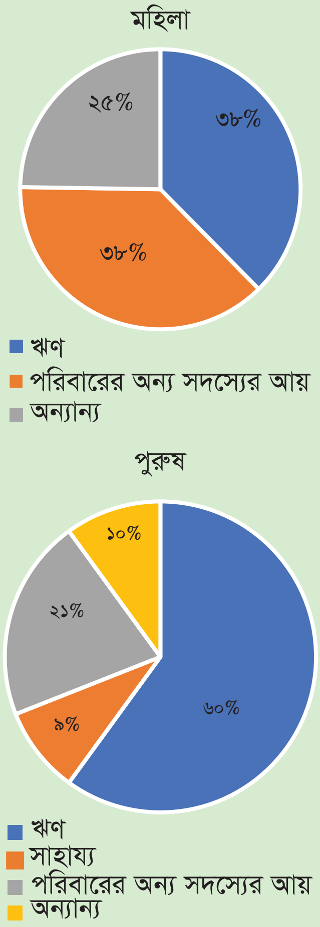

“এত স্বল্প সময়ে একটি দুর্দান্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বিসিএসএম এবং রামরুকে অভিনন্দন। এটি সংকট উত্তর পেছনে ফিরে দেখা গবেষণা নয়। এটি চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাস্তব গবেষণা।”

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান
সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ
চেয়ার, পিপিআরসি

“একটি দুর্দান্ত কাজ! এ বইতে অভিবাসীদের দুর্দশার পাশাপাশি পরিবারগুলোর উপর কী বর্তাচ্ছে তা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের বৈশ্বিক অ্যাডভোকেসির কার্যক্রমে, জাতীয় পর্যায়ের এ জ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করবে।"

কলিন রাজা
সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি কোঅর্ডিনেটর, আইসিএমসি

“অভিবাসন বিষয়ক পার্লামেন্টারি ককাসের চেয়ার হিসেবে এ বইটিকে আমি সংসদে অভিবাসীদের স্বার্থ তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করছি।”

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এম পি
চেয়ার, বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ

“কোভিড ১৯ এর সময়ে অভিবাসীদের যে কঠিন দূর্যোগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে এ বইটি তারই একটি হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা।”

ইগ্নাসিও প্যাকার
নির্বাহী পরিচালক, আইসিভিএ
সাবেক জিএফএমডি সিভিল সোসাইটি কোঅর্ডিনেটর

এ অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ এক অনন্য অর্জন। অভিবাসীরা যে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন হয়েছেন তা বইটি স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেছে এবং একই সাথে বেশ কিছু বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনাও এতে রয়েছে। নীতিনির্ধারক এবং মাঠকর্মীদের জন্য বইটি অবশ্য পঠনীয়।

জেরি ফক্স
টিম লিডার, প্রকাশ, ব্রিটিশ কাউন্সিল

স্বীকৃতি

এই পলিসি ব্রিফটি লিখেছেন তাসনিম সিদ্দিকী। গবেষণায় অংশ নিয়েছেন ওয়ারবি, বোমসা, বাস্তব, ইপসা, বাসুগ, বোয়াফ, আসক, রাইট যশোর ও রামরুর সদস্যবৃন্দ। পলিসি ব্রিফটি মুদ্রিত হয়েছে প্রকাশ প্রকল্পের সহযোগিতায়। রামরু এবং বিসিএসএম এর সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

RMMRU

PROKAS
Promoting Knowledge for Accountable Systems

Bangladesh Civil Society for Migrants

রামরু’র অন্যান্য পলিসি ব্রিফ পাওয়া যাবে রামরু ওয়েবসাইট www.rmmru.org
রেফিউজি এ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু)
সাত্তার ভবন (৪র্থ তলা). ১৭৯, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯৫৮৩১৬৫২৪, ফেইসবুক: www.facebook.com/rmmru
ই-মেইল: info@rmmru.org, ওয়েব সাইট: www.rmmru.org
কপিরাইট © রামরু
ফেব্রুয়ারি ২০২১